I R.N N0. 2532/57 I Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০০ বর্ষ
৫০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে বৈশাখ ১৪২১
১৪ই মে, ২০১৪
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

অর্জুনপুর শ্মশানে শবদাহে বাধা
সংখ্যালঘুদের দাপটে প্রশাসনে পক্ষপাতিত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা : মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানে যান্ত্রিক ত্রুটিতে বিদ্যুৎ চুল্লীতে শবদাহ বেশ কয়েকদিন ধরে বন্ধ আছে। অন্যদিকে সংখ্যালঘুদের দাপটে ফরাক্কা ব্লকের অর্জুনপুর শ্মশানে শবযাত্রীদের ওপর চলছে মাত্রাছাড়া অত্যাচার। ২মে ঘটনার সূত্রপাত। ঐ দিন শবদেহ দাহ করতে এসে সংখ্যালঘুদের কাছে বাধা পান শবযাত্রীরা। 'এরপর এখানে আর মড়া পোড়ানো হবে না' সাফ জানিয়ে দেয় রেলের খাস জায়গা দখলকারী পার্শ্ববর্ত্তী বস্তির সংখ্যালঘু অধিবাসীরা। মড়া পোড়ার গন্ধ তাদের সহ্য হচ্ছে না তাই এই নয়া ফরমান সংখ্যালঘুদের। এরপর ৪ মে পার্শ্ববর্তী হাজারপুর গ্রামের বীরেন পালের মরদেহ শ্মশানে দাহ শুরুর ২৫ মিনিটের মধ্যে সংখ্যালঘু বস্তির লোকজন বাধা দেয়। তারা শবযাত্রীদের মারধোর করে ও পরপর কয়েকটা বোমা ফাটায়। শবযাত্রী হারাধন পাল, বিকাশ পাল প্রমুখ বোমায় জখম হন। হামলাকারীরা আধপোড়া শবদেহ গঙ্গায় ফেলে দেয়। মৃতার স্ত্রী রাখী পাল ফরাক্কা থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। কিন্তু হামলাকারীদের কোন ব্যবস্থা না নিয়ে পালিয়ে যায়। বরং হামলাকারীদের পক্ষ নিয়ে পুলিশ নাকি শবযাত্রীদের ওপর চাপ দেয় – তারাই শব দাহ করে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। উত্তেজনা প্রশমনে ফরাক্কার বিডিওর চেম্বারে

(শেষ পাতায়)

কে হবেন ভারতভাগ্য বিধাতা ?

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : আজ বুধবার। আর ৪৮ ঘন্টা। দেশের ষোলতম লোকসভার ট্রেজারী বেঞ্চ কারা দখল করলেন তা পরিষ্কার হয়ে যাবে সামনের শুক্রবার দুপুরেই। বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম আর খবরের কাগজ প্রথম থেকেই কংগ্রেসকে ফেল করিয়ে পাশ মার্কশীট নরেন্দ্র মোদিকে দিয়ে আসছে। এই ক'দিনে মোদি সারা দেশে যে ভাবে বিশাল বিশাল সভা, র‍্যালি, রোড শো করেছেন তার তুলনা অন্য কোন নেতার সঙ্গে করা যাচ্ছে না। এমনকি যা কখনো হয়নি – সেই হাই প্রোফাইল নেতা ৪/৫ বার ঘুরে ঘুরে এই বাংলায় এলেন তবে যা কখনো হয়নি এবার তাই হতে চলেছে ? বাবুল সুপ্রিয়কে হারানো গেলেও (?) দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, কৃষ্ণনগরে কি পদ্ম ফুটছে ? ব্যারাকপুর, কোলকাতা, বারাসত, বসিরহাট, শ্রীরামপুরে পদ্ম কোথাও ২য় স্থানে থাকবে, আবার ৫/৬টি কেন্দ্রে পদ্মের কাঁটায় রক্তাক্ত হয়ে জেতার আশা ছেড়ে ২য় স্থানে চলে যেতে পারে ঘাসফুল। নেপোয় দৈ মারার মত বামফ্রন্ট

(৩ পাতায়)

বেটিং এ ডুবছে জঙ্গিপুরও

নিজস্ব সংবাদদাতা : আই.পি.এল.–এর খেলায় সারা ভারতের সঙ্গে পিছিয়ে নেই আমাদের জঙ্গিপুরও। লক্ষ লক্ষ টাকার বেটিং–এ বাজী ধরে সর্বস্বান্ত হয়েছে অনেকে। এদের বয়স সকলেরই কুড়ির ঘরে। লালগোলার এক বুকি নাকি এই সর্বনাশা খেলার পান্ডা। এক মেডিক্যাল স্টোরের মালিকের ছেলেও নাকি ১৫/২০ লক্ষ টাকা গচ্ছা দিয়ে আজ পাগলের অবস্থা। কানুপুরের এক কিশোর কয়েক হাজার টাকা হেরে কেঁদে বেড়াচ্ছে। যুবক গোষ্ঠী এই ফাঁদে পা দিয়ে কোটিপতি বনতে গিয়ে সব খুইয়ে চলেছে। খবরটা শহরের একটা মহলে আলোড়ন তুললেও পুলিশ বা প্রশাসনের মধ্যে এনিয়ে কোন হেলদোল নেই।

ফুলতলা মার্কেটে ফ্রন্টের ঘর নিয়ে রেষারেষি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের ফুলতলা মার্কেট কমপ্লেক্সের ঘর খরিদ নিয়ে এতদিন স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে পুরসভার দর কষাকষি চলছিল। শেষে বোর্ড অব কাউন্সিলাররা একটা রফায় এলেও কোন ব্যবসায়ী এখন পর্যন্ত ঘরের সম্পূর্ণ টাকা পুর দপ্তরে জমা দেননি। সম্পূর্ণ টাকা পেলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসা হবে। ঘরের পজিশন নিয়ে নিজেদের মধ্যে যদি সমঝোতা হয় তবে ভালো, তা না হলে টস করে ফ্রন্টের ঘরগুলো বন্টনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ভোট পর্ব শেষ হলেই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত হবে। এক সাক্ষাতকারে এ খবর জানান পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪২১

প্রখর তপন তাপে

চরাচর জুড়িয়া আজ ছড়িয়া ছিটিয়া পড়িতেছে মুঠো মুঠো রোদ্দুর। রোদ্দুর তো নয়, যেন দীপ্ত চক্ষু রুদ্র সন্ন্যাসীর রক্ত চক্ষুর বিচ্ছুরিত অগ্নিছটা। ছড়াইয়া পড়িতেছে,মাঠ প্রান্তরে।গ্রাম গঞ্জে পুকুরে নদীতে-কোথায় নয়। সর্বত্রই যেন তাহার ফণার বিস্তার। দগ্ধ তাম্র দিগন্তের ভাল। প্রজ্জ্বলিত যেন লোলুপ চিতাগ্নি শিখা। সর্বত্রই তাহার দহন জ্বালা। অসহ্য তাহার দাবদাহ। কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভাব। মাঠ শুকাইতেছে, মাঠ ফাটিতেছে। পুকুরে পুষ্করিণীতে জলাভাব। পথে ঘাটে এস্ত পদ মানুষের ছুটোছুটি। বৈশাখের দুপুর জুড়িয়া কেমন যেন মৌন নিস্তব্ধতা। মধ্যাহ্ন প্রকৃতি যেন ভারী পোয়াতির মতন নড়বড়ে হইয়া অলিগলিতে ঝিমাইতেছে। আগুন ঝলসানো দমকা হওয়ায় তাহার রুদ্ধশ্বাস হাঁসফাঁসানি। তাই বুঝি কালো দীঘি জলে গাছের ছায়ারা নামিতেছে গাহন করিতে। নিদ্রিত মাঠ নির্জন ঘাট যেন কাহার মায়া তুন্দ্রাতুর চক্ষে অবসন্ন দৃষ্টি মেলিয়া রহিয়াছে। ঝিঝির পাখার মতন কাঁপিতেছে ভরা দুপুরের রোদ্দুরে দূরে – অনেক দূরে – সুদূর দিগন্তে। নিদাঘের মদিরায় চারিদিক যেন বেঘোর।

তাপের পারদ বাড়িতেছে। অসহ্য তাহার জ্বালা। অঙ্গ জুড়িয়া কেমন যেন আলস্যভরা ক্লান্তি। পাখিরাও গান বন্ধ করিয়া দিয়াছে নিদাঘের তপ্ত দুপুরে। একটা থমথমে মৌনতা। গাছের পত্রদল ঝিমাইতেছে নেশাগ্রস্তের মতন। সমস্ত প্রকৃতি জগৎ, প্রাণী জগৎ, মনুষ্য জগত জুড়িয়া মূর্চ্ছাতুর অবস্থা। সকলের মত চাতকের কণ্ঠেও একফোঁটা জলের তৃষ্ণা। জলের আর্তি সকলের বুক জুড়িয়া – প্রার্থনা শুধু গৈরিক বসন পরিহিত বৌদ্ধ ভিক্ষুক আনন্দেরই নয়, চরাচরের সমস্ত জীবের-জল দাও মোরে জল দাও ... কণ্ঠে আমার তৃষ্ণা, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।

দগ্ধ তাম্র দিগন্তের ভালে সঞ্চারিত হউক পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ-তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে। নামিয়া আসুক শান্তি, আসুক স্বস্তি। মর্মভেদী দাহ, দুঃখ, দহন জ্বালার হউক অবসান। আকাশ জুড়িয়া নামিয়া আসুক কালবৈশাখীর মেঘমায়া, শান্তি ক্লান্তি যাক ঘুচিয়া, ভৈরব হর্ষে সূচনা হউক নববর্ষার। শতেক যুগের কবিদের মিলিত কণ্ঠে হউক তাহার পুর্ণতা মাঙ্গলিকী, অভ্যর্থনার নান্দিপাঠ। মুখরিত হউক চরাচর, হউক বনবীথিকা। এখন শুধু তাহারই পদধ্বনির প্রতীক্ষা। আর দহন নয়, রসের বর্ষণ। জ্বালা নয়, শান্তির জল। রিক্ততা নয় পূর্ণতা।

অনৃত ভাষণ

সাধন দাস

মিথ্যা কথা বলাটা একটা আর্ট। কথাটা বাড়াবাড়ি শোনালেও একথা মানতেই হবে যে মিথ্যা কথাকে বিশ্বাসযোগ্য করে বলার মধ্যে একটা মুন্সিয়ানা থাকে, সেটাই আর্ট। সত্যবাদী ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরও প্রয়োজনের তাগিদে 'মিথ্যে' বলেছিলেন, তবে তা একটু কায়দা ক'রে। 'অশ্বত্থামা হত' বলার পর নীচু স্বরে 'ইতি গজ' বলে সত্য রক্ষা করলেও, তা আসলে মিথ্যারই অস্ত্র দিয়ে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার কৌশল।

সাজিয়ে-গুছিয়ে মিথ্যা বলাটাকে অনেকে একটা বাহাদুরি বলে মনে করে। পরিপার্শ্বকে বোকা বানাবার আত্মতৃপ্তিতে সে ভোগে। কিন্তু মিথ্যেবাদীর জানা উচিৎ – মানুষ এত বোকা নয় আর সত্য কোনোদিন চাপা থাকে না। ছাই চাপা আগুনের মতো কথায় তার প্রকাশ একদিন ঘটবেই। আর তখনই মিথ্যার কদর্য রূপ আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু মিথ্যা বলতে বলতেই একেকজন মানুষ মিথ্যা বলাটাকেই স্বাভাবিক করে নেয়। সুপিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স থেকেও মানুষ নিজেকে সবার থেকে বড় প্রতিপন্ন করার জন্য মিথ্যা বলে। এভাবেই মিথ্যা বলাটাকে সে প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে রপ্ত করে নেয়।

আমার মত আনাড়ী লোক ক্ষুদ্র স্বার্থ পূরণের জন্য দু'একবার অনৃত ভাষণ করেছিল, কিন্তু তারপর বুঝেছিল – মিথ্যা বলার হ্যাপা

(পরের পাতায়)

।। চিঠি পত্র ।।

মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব

বিদায় ১৩ বৈশাখ

একটা লোকের নামে বাংলা বা ভারতের অনেক জায়গার মানুষ জঙ্গিপুরকে চেনেন। যার নামে জঙ্গিপুর মহকুমা বা মুর্শিদাবাদ জেলা আলোকিত হয় – সেই শরৎ পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) জন্ম ও মৃত্যু দিন ১৩ বৈশাখ চলে গেল একান্ত নীরবে – অবহেলায়। মূর্তিটিও ধুলোয় মলিন। চাকরীর সুবাদে বাইরে থেকে এসে লক্ষ্য করলাম এই মানুষটির প্রতি এলাকার মানুষ বা কালচার অবহেলা। আমাদের কোলকাতার মানুষজনের দাদাঠাকুরের প্রতি যে শ্রদ্ধা বা তাঁর সম্বন্ধে জানার আগ্রহ তার পাশাপাশি জঙ্গিপুরের মানুষের অবহেলার কারণ কি খুঁজে পেলাম না।

কৃষ্ণা দেবনাথ, রঘুনাথগঞ্জ

(২)
পুরসভাকে বলছি

জঙ্গিপুর পুর দপ্তর থেকে জন্ম সার্টিফিকেট নিতে হলে ১০.০০ টাকা দিয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হয়। পরবর্তীতে সার্টিফিকেট সংগ্রহের সময়ও আবার ১০.০০ টাকা আদায় করে পুরসভা। কমপিউটারের জন্য এই টাকা দিতে হবে বলে জানায়। কিন্তু এর জন্য কোন রসিদ আমরা পাই না। এর কারণ কি ?

মোমেনা বিবি, জঙ্গিপুর

আই.বি.আই

রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শাবাশ বন্ধন, শাবাশ চন্দ্রশেখর ঘোষ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নির্বাচন কমিশন এ রাজ্যের ভূমিজাত ক্ষুদ্র-ঋণ সংস্থা বন্ধন ফিনান্স সার্ভিসেস প্রা. লি.কে নতুন ব্যাঙ্কের লাইসেন্স দিল। একই সাথে I.D.F.Cও পেলো নতুন ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স। উল্লেখ্য, গত অর্থ বছরে (২০১৩-১৪) ২৫টি সংস্থা ব্যাঙ্কের জন্য আবেদন করেছিলো R.B.I এর কাছে। সে দৌড়ে বিড়লা, আম্বানিদের মতো হেভিওয়েটরাও ছিল। আর ছিল ভারতীয় ডাকের (পোস্টাল ব্যাঙ্ক) বা (পি.বি.আই)। নিতান্তই মধ্যবিত্ত বাঙালি চন্দ্রশেখর ঘোষ এর প্রায় একার চেষ্টায় এবং আদ্যন্ত সাধারণ মানুষের সাথে জড়িয়ে থাকা বাঙালি ঘরানার 'বন্ধন' এই সাফাল্য নিশ্চিতভাবেই ইতিহাস সৃষ্টিকারী। 'বন্ধন' অটুট থাকবে এই আশা রাখি। কিন্তু সাথে সাথে আশ্চর্য এবং হতাশাজনক ব্যাপার হলো ভারতীয় ডাক বা আমাদের পোষ্টঅফিস এর ব্যাঙ্ক (পরিপূর্ণ) লাইসেন্স পাওয়ার ব্যাপারটি ঝুলে থাকা। R.B.I 'In Principle' I.D.F.C বা বন্ধন ফিনান্সকে ছাড়পত্র দিলেও P.B.I এর আবেদন কনসিডার করেননি। কারণ সরকারের ম্যানডেটরি ক্লিয়ারেন্স পাওয়া এখনও হয়নি। অর্থাৎ তাস এখনও Congress-Led' 'United Progressive Alliance (U.P.A)- II Government' এর হাতে এবং The H.L.A.C. (High level Advisory Committee) set up by R.B.I. will took into the issue'.

অর্থনৈতিক লেনদেনকে অনেক ব্যাপারেই হাত পাকানো ভারতীয় ডাক এর পোস্টাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (পি.বি.আই)–র সাথে চললে কি হতো – প্রায় ১.৩ লক্ষ পোষ্ট অফিসের আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত জালিকা হিসেবে ব্যবহার করা যেতো এবং যার মাধ্যমে গ্রাম-গঞ্জের শেষ মাইল অব্দি ফিনান্সিয়াল প্রোডাকটস জমা, তোলা, লোন, ইনসুরেন্স, পেনশন, বিভিন্ন সরকারী লেনদেন, ভাতা ইত্যাদি সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমটা ৩০০০ কর্মচারী দ্বারা ১৫০টি অফিসকে এবং ক্রমশ ৮০০ এর কাছাকাছি হেড পোষ্ট অফিস এবং তারপর ২৫০০০ সাব পোষ্ট অফিস এবং শেষমেষ ১.৩ লক্ষ ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসের মধ্যে পরিষেবা ছড়িয়ে দেওয়ার কথা। অর্থাৎ যা উদ্দেশ্য তাতে কার্গিল থেকে কুলগাছি কিম্বা চেন্নাই থেকে চর বাজিতপুর ডাক বিভাগের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ছড়িয়ে থাকবে। আবেদনপত্রে D.O.P (Deparment of Posts) P.B.I এর আনুমানিক ১৮০০ কোটি টাকা। যার মধ্যে সরকারের ৭০০ কোটি এবং বাকিটা দেশীয় বিদেশীয় লগ্নিকারীদের কাছ থেকে জোগাড় হবে। P.B.I আগামী পাঁচ বছরে আনুমানিক ২১০০০ কোটিরও বেশি লেনদেন করতে সক্ষম হবে, যার ফলে লভ্যাংশের পরিমাণ প্রায় ৩০০ কোটি টাকা হতে পারে।

(পরের পাতায়)

গরম মশলা

শীলভদ্র সান্যাল

কত রকম গরম আছে, শুনবে নাকি তোমরা ?
এই গরমে করছ কেন খামোখা মুখ গোমরা ?
হাঁচোর পাঁচোর বেজায় গরম দিচ্ছে বিষম শিক্ষে
তাইতো ভীষণ গরম হ'য়ে মেজাজটা তিরিক্ষে।
উঠতি গরম, পড়তি গরম, হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ
কত রকম গরম করে এই দুনিয়ার ভিড়ে গো!
বড় লোকের টাকার গরম কতই দেখতে পাইরে,
ইন্দুবালার রূপের গরম দেখে মূর্ছা যাইরে !
এখন যেমন ভোটের গরম বাজার গরম করছে-
যেমন মেজাজ এককাট্টা তেমনই গলার জোর যে!
হাতে-গরম চপ-সিঙারায় কার না ভরে চিত্ত ?
মাস-পয়লায় পকেট করছে মধ্যবিত্ত !
যতই গরম পড়ুক, মেজাজ লুজ কোরনা ভাইরে-
ঠাণ্ডা মাথা গরম হ'লে বড্ড ব্যথা পাইরে !
সকাল বেলার টাটকা গরম নিয়ম করে খাও,
দূর হঠবে অম্লশূল আর পিত্তে প্রকোপটাও।
দুপুর বেলার গরম যদি ছটফটিয়ে ওঠে,
তপ্ত খোলায় ফেলে-দেওয়া খইয়ের মত ফোটে,
গোলমরিচ আর বাসকপাতা উদুখলে বেঁটে
যষ্ঠিমধুর সঙ্গে মেখে খাবে চেটে চেটে
অগ্নিমান্দ্য হ'লে পরে ঘাবড়িয়ো না প্রিয়
শিমুলতলার লাজুক-গরম হপ্তাখানেক নিয়ো।
অগ্নিশর্মা হ'লে মাথায় দেবে জলের পট্টি
তৎসহ চাই তিনপুরিয়া নাক্সভমিকা ফরটি।
মুচমুচে ওই গরম যদি লাগাও সাড়ে সাতটা
কম্প দিয়ে ভূত পালাবে, সেরে যাবে বাতটা !
ছেঁচরা গরম, ফিচেল গরম, খট্টা এবং তিক্ত
কোন্‌টা গরম খোশামুদে, কোনটা রোগা, রিক্ত
জানতে হ'লে খরচা ক'রে আমার কোর তুষ্ট
বাৎলে দেব সব গরমের সাত পুরুষের গুষ্টি।।

অনৃত ভাষণ ..... (২ পাতার পর)

কতোটা। টুক করে একটা মিথ্যা কথা বলে দেওয়াই যায়, কিন্তু তার পরের প্রশ্নগুলির যে গুগ্‌লি বোলিং শুরু হবে, তা সামলাতে গেলে যথেষ্ট সতর্কতা ও বুদ্ধির প্রয়োজন। ইনসুইং-আউটসোয়িং-এর ঘোরপ্যাঁচ মেপে প্রথম মিথ্যার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে উত্তর দিতে না পারলেই বোল্ড। সাদামাটা লোকের পক্ষে কথার এই কসরত করা বড্ড পরিশ্রমের কাজ। অপছন্দেরও। কেন না, সত্যের মধ্যে একটা শক্তি থাকে, জোর থাকে। সত্য ভাষণ করলে তার জন্য পরবর্ত্তীতে বানিয়ে বলার কোন টেনশন পুষে রাখতে হয় না। তাছাড়া 'মিথ্যেবাদী' বলে যারা পরিচিত হয়ে গেছে তাদের সত্যি কথাটাও আর কেউ কখনও বিশ্বাস করে না। ফলে মানুষের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়তে বাড়তে একদিন সে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। সত্য হল উন্মুক্ত আলোকবর্তিকার মতো নিঃশর্ত, নির্ঝঞ্ঝাট এবং দীপ্যমান। সত্য ভাষণের মধ্য দিয়েই মানুষের সত্য পরিচয় আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের সেই পঙক্তিগুলিই হোক আমাদের প্রাত্যহিক প্রার্থনা। "যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু মিথ্যা চিন্তা নয়, যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু মিথ্যা কর্ম নয়, যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক্য নয়, জয় জয় সত্যেরও জয়।"

আই.বি.আই..... (২ পাতার পর)

এর মধ্যে প্রশ্ন হলো –পোষ্টঅফিসে তো টাকা জমা তোলার পদ্ধতি বহুকাল যাবৎ বিদ্যমান, ও আবার নতুন কি ? আর চিঠিপত্র মানি অর্ডার ছেড়ে এরই বা কি দরকার। আমরা অনেকেই খেয়াল করিনা পোষ্ট অফিসে জমা তোলা স্মল সেভিংস-এর অন্তর্গত যা ডি.ও.পি বা মিনিস্ট্রি অফ কমিউনিকেশন এন্ড আই.টি. এর সরাসরি নিয়ন্ত্রিত নয়, মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স এটা দেখে। অর্থাৎ ভালো মন্দ. সুদ বাড়া কমা সুযোগসুবিধে নিয়ম কানুন অর্থদপ্তরের নির্দেশিত, এমনকি পোষ্ট অফিসের এজেন্ট (S.A.S কিমবা M.P.K.B.Y) এর Regulating এবং Appointing Authority রাজ্য সরকারের Directorate of Small Savings. তাই 'স্বল্প সঞ্চয়ের' ক্ষেত্রে ডাক বিভাগ নখদন্তহীন সংস্থা – এজেন্ট মাত্র। এবং সত্যিই স্বল্প সঞ্চয়ের বিভিন্ন কাজের জন্য দপ্তরীগতভাবে যৎ সামান্য কমিশন পায় মাত্র। কমিশন ভিত্তিক এই বিভাগীয় আয়ও জটিল, ভুলে ভরা এবং মান্ধাতার আমলের। ফলস্বরূপ ২০০৯-২০১০ এর পর থেকেই স্মল সেভিংসের আয় হ্রাস (এক সময় যা সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কদের কাছে ঈর্ষণীয় বিষয় ছিল) এবং সারদা, র‍্যামেল, রোজভ্যালিই সানমার্গদের বাড়বাড়ন্ত। সমীক্ষা বলছে এই সব সংস্থার গ্রাহকদের একটা বড় অংশ ডাক বিভাগ দ্বারা একসময় সম্পৃক্ত ছিল। এদের অনেকেই ডাক বিভাগের জড়িয়ে থাকা কোর কয়েক লক্ষ এজেন্ট দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত। কারণ সুযোগ সুবিধা, ছাড় প্রদান এবং কমিশনের ক্ষেত্রে এই সব এজেন্টদের ক্ষেত্রে বিমাতৃসুলভ আচরণ ; অতঃপর অন্য সংস্থার প্রতি এদের মোহবৃদ্ধি। শহরের অত্যন্ত জনপ্রিয় মিষ্টির দোকান যদি হঠাৎ করে রসগোল্লা কিমবা সন্দেশ বিক্রি বন্ধ করে ; বা যদি মিষ্টির দোকানেরই একপাশে সেলুন তৈরী করে ? আপনার কি ধারণা, বাঁধা খদ্দেরও আর আসবে ? ডাক বিভাগও তাই ; KVP, IVP তুলে দিল, MIS এর বোনাস তলানিতে, চেক ফেসিলিটি ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা বোঝনো গেলো না। ঘরের লক্ষী এজেন্টদের 'Cash carry power'এবং 'কমিশন' দুটোই প্রশ্নের মুখে! নিউ ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স সবকিছুর জবাব হতে পারতো, প্রসঙ্গত অনেকেই জানেন না – গত অর্থবছরে শতাধিক বড় বড় পোষ্টঅফিস সিবিএস (কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশন) এর কার্যকারিতা প্রয়োগ করেছে। এ.টি.এম.সহ সি.বি.এস. সফলভাবে চালাচ্ছে। দেরীতে হলেও দিন কয়েকের মধ্যে টালিগঞ্জ পার্কস্ট্রিট শিলিগুড়ি সি.বি.এস. এর আওতায় হতে চলেছে। একটা চলতি দোকান ; দরকার শুধু 'ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট' এবং পরিকল্পনা ও উদ্যোগ। চড়চড়িয়ে ব্যবসা চলবে, যদি চাই। আর যদি চাই পাশের দোকানের উন্নতি হোক তাহলে আমার ব্যবসা ঢিলা করতেই হবে। একটু একটু করে লাটে উঠবে ! তাই ধাঁধাটা এখানেই যে, ইউ.পি.এ–২ সরকারের অভ্যন্তরে এত গরিমসি কিসের, যেখানে এরা প্রান্তিক গ্রামেও 'ব্যাঙ্কিং ফেসিলিটি' পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন দেখায় !-

জমি সংক্রান্তি বিবাদে বোমায় মহিলা জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ব্লকের কলাবাগ গোবিন্দপুরে ৩ মে জমি সংক্রান্ত বিবাদে তরজেমা বিবি নামে এক মহিলা বোমায় আহত হন। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। ১০ শতক জমিকে কেন্দ্র করে এক পক্ষে সিপিএম অন্য পক্ষে তৃণমূল বিবাদে যোগান দেয় বলে খবর।

প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যানের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিপিএম দলের এক সময়ের একনিষ্ঠ কর্মী আব্দুল হাকিম গজনভী সম্প্রতি কোলকাতার এক নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেশ কিছুদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। দলবিরোধী কাজের অভিযোগ এনে গজনভীকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। একসময় তিনি জঙ্গিপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানও ছিলেন।

ভারতভাগ্য..... (১ পাতার পর)

পেয়ে যেতে পারে কয়েকটি আসন। যে আশঙ্কা থেকে মমতার পক্ষে বেমানান ভাষণের আগুন ঝরে পড়ছে বিজেপির উপর। পরিসংখ্যান যা বলছে তাতে সবাই একজোট হয়েও হয়ত মোদিকে রুখতে পারবেনা যদি মোদির ঘরেই অন্তর্কলহ না চাড়া দেয়। সম্ভবতঃ সংঘের ভয়ে ইচ্ছে হলেও কেউ তা করবার সাহস পাবে না। দেশ একটা পরিবর্তন চায়ছে। নানা কেলেঙ্কারী, কালো টাকা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বিদেশী বেহায়াপনা, সন্ত্রাস, বেকারী, স্বাস্থ্য, শিক্ষায় শুধু ব্যবসা – এসবের পরিবর্তন যদি মোদি আনতে পারেন। অন্যদিকে দাঙ্গার প্রধান মোদি কি একা? কংগ্রেস, সপা, বামফ্রন্ট কে নয় ? কার রাজত্বে দাঙ্গা হয়নি ? প্রচারের দাপটে মোদিকে কাঠগড়ায় একা দাঁড় করানো পলিটিক্স, ইতিহাস নয়। সংখ্যালঘু ভোটের দিকে তাকিয়ে সবাই ইচ্ছে করে কোরাস গাইছে। বরং মোদিকে ক্লীনচিট দিয়েছে দেশের বিচারালয় ? আর, জঙ্গিপুরে শেষ পর্যন্ত যেসব খবর এসে পৌঁছেছে তাতে এবার বামেরাই বোধহয় পাবে এই কেন্দ্রে জয়ের মুকুট। হাজি নুরুল এবং বিজেপি যথেষ্ট ক্ষতি করে দিয়েছে অভিজিতের। লালগোলা, খড়গ্রাম আর গঙ্গার পূব পাড়ে কংগ্রেসের যে লীড থাকবে তা পুষিয়ে দিয়ে সুতি, রঘুনাথগঞ্জ, নবগ্রাম, সাগরদীঘিতে পিছিয়ে দেবে বামেরা। মোজাফফর সাহেব এবার না পারলে আর হয়ত কোনবারই পারবেন না জিততে।

শবদাহে বাধা ..... (১ পাতার পর)

৫মে এক সর্বদলীয় সভা ডাকা হয়। সেখানে ফরাক্কার বিধায়ক, জঙ্গিপুরের এস.ডি.পি.ও. ; আই.সি. অর্জুনপুরের দু'পক্ষের লোকজন উপস্থিত ছিলেন। বিধায়ক মইনুল হক পার্শ্ববর্তী শঙ্করপুরের শ্মশানে শবদাহ করতে বলেন। অর্জুনপুরের লোকজন এতে আপত্তি জানান। তাদের বক্তব্য, প্রায় দুশো বছরের পুরোনো শ্মশান। সেখানে অর্জুনপুর ও নয়নসুখ পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ বরাবর শবদাহ করে আসছে। ভাঙন কবলিত বেশ কিছু সংখ্যালঘু পরিবার রেলের খাস জায়গা দখল করে শ্মশানের পাশে বসবাস করছে। ওদের আপত্তিতে শবদাহ বন্ধ হয়ে যাবে ? তাদের বক্তব্য, শঙ্করপুর শ্মশানে যেতে হলে কয়েকটা মুসলিম বস্তি, ঈদগাহা, মসজিদের পাশ দিয়ে যেতে হবে। তারা মৃতদেহের সঙ্গে খোল করতাল বাজাতে আপত্তি করবে না ? এই বিতর্কিত পরিস্থিতিতে বিডিও ভোট গণনার পর ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান। এর পরের দিন যথারীতি শিবনগরের কালীদাসী সর্দারের মৃতদেহ অর্জুনপুর শ্মশানে দাহ করতে এলে সংখ্যালঘুরা দলবদ্ধভাবে বাধা দেয়। তাদের ফরমান – কোনভাবেই আর দাহ করা যাবে না। অশান্তি থামাতে ৩ গাড়ী পুলিশ নিয়ে আই.সি ঘটনাস্থলে আসেন। আসেন ফরাক্কার বিধায়ক। কিন্তু কয়েক হাজার সংখ্যালঘু এককাট্টা হয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ও বোমা ছোঁড়ে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে। পুলিশের গাড়ী ভাঙচুর করে সংখ্যালঘুরা। খবর পেয়ে বহরমপুর থেকে এ্যাডিশনাল এস.পি ১ গাড়ী পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থলে যান। হাজির হন জঙ্গিপুরের এস.ডি.পি.ও। ততক্ষণে দাহ না করতে পেরে মৃতদেহ অর্জুনপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে সদর রাস্তার ধারে রেখে দেয় শবযাত্রীরা। পরিবেশ ক্রমশঃ ভারী হতে থাকে। খবর পেয়ে হিন্দু মিলন মন্দিরের ৫০০/৬০০ লোক সাঁকোপাড়া হল্ট রেল স্টেশন থেকে পাথর সংগ্রহ করে পুলিশের গাড়ীর পাশে জড়ো হয়। অন্যদিকে পাশের আমবাগানে কয়েক হাজার সংখ্যালঘু জমায়েত হয়। এর মধ্যে শিবনগরের রবীন অধিকারীর, হাজারপুরের গুণধর ঘোষের, অর্জুনপুরের রাজকুমার দাসের মিষ্টির দোকান লুঠ করে নেয় সংখ্যালঘুরা। অর্জুনপুরে

সংস্কৃতি প্রেমীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ নির্মল চ্যাটার্জী (মাকু) সম্প্রতি দুর্গাপুরে পরলোকগমন করেছেন। একসময় জঙ্গিপুরে বহু নাটকে অভিনয় করে তিনি সুখ্যাতি পান। সরকারী কর্মীর দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়ে বেশ কিছুদিন জঙ্গিপুর পুর দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শিক্ষক সহধর্মিণীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ বাগানবাড়ীর বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রয়াত শিক্ষক মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তীর সহধর্মিণী কল্যাণী (৭৫)। ছাত্রদের প্রতি মৃগাঙ্কবাবুর স্নেহ ও কর্তব্যবোধে অনুপ্রেরণা যোগাতেন সহধর্মিণী কল্যাণী।

খগেন সরকারের বাড়ীতেও হামলা চালায় ওরা। সারাদিন মৃতদেহ রাস্তার ধারেই পড়ে থাকে। রাত প্রায় ১২টার সময় পরাজিত সৈনিকের মতো ফরাক্কার পুলিশ শেষ পর্যন্ত ৬ জন শববাহককে মৃতদেহসহ জোরজবরদস্তি গাড়ীতে তুলে ফরাক্কা ব্যারেজ শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করে। শববাহকরা কেন অর্জুনপুর শ্মশানে দাহ করা হলো না প্রশ্ন তুললে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে পরদিন ছেড়ে দেয়। ৮ মে এস.ডি.ও তাঁর চেম্বারে এক সর্বদলীয় বৈঠক ডাকেন। সেখানে ফরাক্কার বিডিও, বিধায়ক, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দুশো বছরের পুরোনো অর্জুনপুরের শ্মশানকে বাতিল করে শঙ্করপুরের শ্মশানে শবদাহ করার ফরমান জারি করেন এসডিও। এ প্রসঙ্গে ফরাক্কার বিডিও বলেন – নদী ভাঙনে এমনিতেই অর্জুনপুর শ্মশানের পরিধি হ্রাস পেয়েছে। তার ওপর পাশেই ঈদগাহা, কবরডাঙ্গা ও জনবসতি। মড়া পোড়ার গন্ধে দূষণ ছড়াচ্ছে। আর যেসব মিষ্টির দোকানের ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ আমরা দেব। এলাকার শান্তি বজায় রাখতে পুলিশ ক্যাম্প দেয়া হয়েছে অর্জুনপুরে। র‍্যাফ এলাকায় টহল দিচ্ছে। বিডিও আরও জানান নিউ ফরাক্কা, জাফরগঞ্জ ইত্যাদি জায়গায় শ্মশান তো আছে। তিনি জানান সংখ্যালঘুদের ৬ জনকে মোমিনপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করে পরে দুজন ছাত্রকে ছেড়ে দেয় পুলিশ। অন্যদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অর্জুনপুর এলাকার মানুষের কথা – 'আমরা বর্তমানে আতঙ্কের মধ্যে রাত্রি কাটাচ্ছি। যে কোন সময় ওরা হামলা চালাতে পারে। অনেক পরিবার গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। পুলিশ ক্যাম্প বা র‍্যাফবাহিনীর টহল স্রেফ গল্প। ভোট রাজনীতিতে প্রশাসন কতটা অসহায় ও দুর্বল আমরা তো চোখেই দেখলাম।'

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্দিরা

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

আমাদের প্রচুর স্টক নিউ কার্ডস ফেয়ার আমাদের প্রচুর স্টক

দাদাঠাকুর প্রেস

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের বিয়ের কার্ডের জন্য যোগাযোগ করুন

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

পাত্রী চাই

মুখার্জী ব্রাহ্মণ, বয়স ২৯, উচ্চতা ৫´ ৬˝, সরকারী চাকুরীরত পাত্র। ব্রাহ্মণ পরিবারের পাত্রী (চাকুরীরতা হলেও চলবে) চাই। রঘুনাথগঞ্জ-৯৭৩৪৫৩৩৯৩৫

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।